প্রলাপ পত্রিকা।

সরল-ভক্তি

ও

স্বদেশ-প্রেম—

জড়িত

বিয়োগ-গাথা।

"যেখানে দেখিবে ছাই,
উড়াইয়া দেখ তাই!
পেলেও পেতেও পার, লুকানো রতন।"

প্রকাশক।

ফরিদপুর-চারুপ্রেস হইতে—
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য আট আনা।

প্রকাশকের নিবেদন।

আজ দুই যুগের কথা—সমপাঠী বন্ধু "নারায়ণহরি" যখন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। তাহার কিছুদিন পরেই কলেজে মাসিক পরীক্ষার সময় এইরূপ শোকতপ্ত অবস্থায় প্রশ্নের উত্তর লিখিতে তিনি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া যান, এবং সেই উত্তর পত্রেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। বহুক্ষণ লিখিয়া যাইবার পর অধ্যাপক ভ্রম ভাঙ্গিয়া দিলে তিনি লজ্জিত হইয়া কবিতাটী লুকাইয়া রাখেন। যাহা হউক এই ভাবেই এই পুস্তিকার প্রথম পত্রিকার সৃষ্টি। যে সময়ে এই কবিতাগুলি লেখা হয়, সে সময়ে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ জন্য দেশে প্রবল আন্দোলন চলিতেছিল, এবং তখন শারদীয়া পূজাও নিকটে ; এজন্য কবিতাগুলিতে তিনটী স্রোত প্রবাহিত আছে—বিরহগাথা, দেবীভক্তি এবং স্বদেশ-প্রীতি।

মধ্যে মধ্যে কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে এই কবিতা দেখিতে দেওয়া হয়; তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ইহার সারল্য, লালিত্য, হৃদয়-গ্রাহিতা প্রভৃতি গুণ সকল স্বীকার করিয়া ইহা ছাপাইতে পরামর্শ দেন। বন্ধু আজকাল নির্জ্জনবাস করিয়া যে ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন, সে অবস্থায় এরূপ কবিতা প্রকাশ করিতে তিনি একান্ত অনিচ্ছুক হইলেও কবিতা হিসাবে ইহার বিশেষত্ব ও উপাদেয়ত্ব আছে বুঝিয়া আমরা সকলেই ইহা ছাপাইতে অনুরোধ করি। মুদ্রাঙ্কনের উপযুক্ত করিবার জন্য তাঁহার পাণ্ডুলিপি পরিষ্কার করিয়া লিখিবার ভার আমার উপর পড়ে। স্থানে স্থানে আতিশয্য অনাবশ্যক বোধে তাঁহার সম্মতি লইয়া উঠাইয়া দি। তথাপি যাহা রাখা হইয়াছে তাহাতেই সাধারণ কবিতা-প্রিয় পাঠক এবং সমশোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি আনন্দ ও সান্ত্বনা পাইবেন আশা করা যায়।

কবিতাগুলি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া; অনভ্যাস থাকিলেও নিজে কয়েক চরণ কবিতা লিখিতে প্রলুব্ধ হইয়াছি। অযোগ্য হইলেও ইহাতে কবিতাগুলির মূল-কেন্দ্র বস্তুর একটু পূর্ব্বাভাস

দিতে চেষ্টা করিয়াছি। বন্ধুর সম্মতিক্রমে তাহা নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

ইহা ত প্রলাপ নয়—পাগলের গান,
এ ত নয় পীরিতির ঘৃণ্য আবিলতা,
এ যে মাধবী-বিচ্ছেদ-ক্লিষ্ট-মাধবের
মুরলীর তান, শুনিতে যে শোক-গীতি
কালিন্দী আপনা ভুলি বহিত উজান।
শোকসুরে সাধা এ যে ইমন-কল্যাণ
প্রবাহিত প্রণয়ীর প্রেম বারিধির—
নিগূঢ় প্রদেশ হ'তে অতি ধীরে ধীরে।
এ যে বিরহীর তীব্র মরমের ব্যথা
বাণীর প্রসূন-রত্নে সুকৌশলে গাঁথা;
সমদুঃখী যদি থাক এস একবার
সুরে সুর মিলাইয়ে গাও এই গান,
যাবে দূরে পলাইয়ে শোকের যাতনা,
হৃদয় প্রশান্ত হবে, মানস নয়নে
দেখিবে ত্রিদিবে তব হৃদয়ের রাণী
দেববালা-বৃন্দ সহ কল্পবৃক্ষ মূলে
সুখে সমাসীনা দিব্য মণিময় পীঠে,

চতুর্ব্বর্গ-ফলদাতা বিষ্ণু অর্চ্চনায়
দেবর্ষি-প্রক্ষিপ্ত-পারিজাত-পুষ্প-দামে
সুগন্ধ সলিলা শান্ত মন্দাকিনী তটে ;
শান্তিময়ী সে মূরতি মুখে তত্ত্বকথা।
বিচ্ছেদের তীব্র জ্বালা নিবিবে তখন,
মিলনের মৃদু মন্দ শান্ত সমীরণ
বহিবে, উত্তপ্ত প্রাণ হইবে শীতল।

জয়নগর বিনীত

শ্রীসনাতনপ্রসাদ দাস।

১৮ই শ্রাবণ, ১৩৩৫। প্রকাশক।

প্রলাপ পত্রিকা।

প্রথম পত্রিকা।

এক মাস গত প্রায় সংসার ছাড়িয়া
পবিত্র স্বরগধামে নন্দন কাননে
ভ্রমিছ কি একাকিনী ভুলিয়া সকলি—
নবীন সংসার প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা,
মরতের মধুময় লীলা নিকেতন ?
আশ্চর্য্য হ'তেছি আমি, যাহার বিহনে
ভুবন গহন বন হ'তো অনুমিত
তোমার নিকটে হায় ! যাহার বিহনে
সংসারের সুখ সাধ, আনন্দ উচ্ছ্বাস,
কিছু না পারিত তব তোষিতে পরাণ ;
যাহার বিহনে হায় ! পূরব গগনে
নবোদিত তপনের প্রেমময় ছবি,
শরত নির্ম্মল কোলে শুভ্র চাঁদিমার
মধুর জোছনা-হাসি—ঢল ঢল ভাব,
হইত তোমার কাছে গরল আধার
হায় ! সেই অভাগারে ফেলিয়া বিষাদে
কেমনে রয়েছ একা অমর-ভবনে ?

এমন নূতন পাতা বাসর-ভবন—
চির প্রেম বিজড়িত শান্তি নিকেতন,
যেথা আনন্দের উৎস উঠিয়া লহরে
করিত শীতল নব যুগল হৃদয় ;
যেথা শান্তি নির্ঝরিণী মৃদু কুলুনাদে
বহিত যুগল হৃদি প্রেম-পারাবারে ;
হায় ! প্রিয়ে, ছাড়ি সেই শান্তির নিলয়—
কেমনে রয়েছ তুমি স্বরগ-ভুবনে ?
পবিত্র অমরাবতী নন্দন কাননে,
যেথা মন্দাকিনী মাতা মৃদুস্বর তুলি
মন্দার-পাদপ-মূলে সুবর্ণ-বেদিকা
ধোয়াইয়ে হেসে যায় লহরে লহরে
বিকাশি' হাসির ছটা শুভ্র ঊর্মিরূপে ;—
যাহার পুলিনে বসি দেববালা দল
স্বরগ কুসুম হার, কুসুম বলয়,
ফেননিভ শুভ্র বাস পরি চারুদেহে,
পূজি' ভক্তিভরে সবে অনাদি ঈশ্বর—
নারায়ণ জগতের পরম দেবতা——
পূত শান্তি-নীর-স্রোতে যায় গো ভাসিয়া ;
সেই মন্দাকিনী তটে অমর আলয়ে

পশিয়া কেমনে তুমি ভুলিলে সংসার—
যে সংসার-কর্ম্মক্ষেত্রে লভিয়া জনম
বিধি নিয়োজিত বিধি পালিয়া মানব
স্বরগ অলভ্য সুখ লভয়ে সতত ?
কেমনে বা আছ ভুলি' তব প্রিয়বরে,
জননী জনকে তব আত্মীয় স্বজনে,
সোদরা সোদরে হায় ! এত দিন ধরি ?
বুঝিয়াছি শোক তাপ তেয়াগি সকলি
সংসারের জ্বালা, দুঃখ বিরহ যন্ত্রনা,
রোগ ব্যাধি মানবের, অনিত্য পিপাসা
কু-আশা তেয়াগি সবে, নিত্যানন্দ পুরে
লভিছ বিশ্রাম তুমি মনের হরষে ;
কিন্তু একা এ আনন্দ লভিবে কি তুমি,
পাবে নাকি এ অভাগা কিঞ্চিৎ তাহার ?
যাহা হোক, এস প্রিয়ে ! পুনরায় হেথা,
লইয়া মন্দার পুষ্প, মন্দাকিনী বারি,
দেবতা চরণ-ধূলি মানব-দুর্ল্লভ,
লভিতে ও সব প্রিয়ে ! বড় সাধ মনে !
আর কেন ! একমাস্ হইল বিগত
এই প্রিয়ে ! ভবধামে, থাকিলে তথায়

বহুদিন, স্বর্গশোভা না লাগিবে ভাল,
নয়নের সমতৃপ্তি হবে না কখনো।

দ্বিতীয় পত্রিকা।

লিখিলাম বহুদিন হইল বিগত
বিষাদ লিপিকা, কিন্তু মম ভাগ্যদোষে
না পাইনু সমাচার তোমার প্রেয়সি !
এতই বিস্মৃত কিগো অভাগার প্রতি ?
শুনেছি বিমল শোভা স্বরগ ভুবনে,
মন্দাকিনী পুতধারা বহে কুলুনাদে,
সুনীল-সলিল-মালা যাঁহার হৃদয়ে,
মন্দার অনিল সনে করিয়া প্রণয়
হেসে যায় ধীরে ধীরে লহরে লহরে ;
শুনেছি নন্দন বনে পাদপ নিচয়
সুন্দরী লতিকা সনে হইয়ে জড়িত
পবিত্র প্রণয় ফল সুগন্ধ কুসুম
বিতরে সৌরভে স্বর্গ করি আমোদিত ;
শুনেছি যাহার মূলে মণিময় ভূমে
অমর বালিকা সবে বসি মনসুখে

মধুর গান্ধার তানে, করে ল'য়ে বীণা,
গায় সবে একস্বরে সুধা হরিনাম——
অনন্ত অনাদি নাথ ভকত বৎসল
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন হৃষীকেশ হরি,—
যাঁহার চরণ হ'তে জাহ্নবী জননী
লভিয়া জনম ধৌত করেন ত্রিলোক,
পবিত্র সলিল যাঁর পরশি মানব
চলে যায় স্বর্গধামে ভবলোক ছাড়ি,—
যে জাহ্নবী তটে বসি মহর্ষি নিকর
ওঁকার প্রণব সবে উচ্চে উচ্চারিয়া
ত্রিসন্ধ্যায় বেদগান করি সমস্বরে
মনের হরষে সবে পূজে ব্রহ্মপদ ;
হায় ! সে স্বরগ কোলে জাহ্নবী পুলিনে
আছ কিগো একাকিনী ? কিম্বা দেববালা
শুনাইছে তব কাছে অমর সঙ্গীত ?
যে সঙ্গীতে সংসারের লালসা বাসনা,
ইন্দ্রিয়ের সফলতা বিষয় কামনা
প্রতারণা নাহি কিছু, সতত নির্ম্মল
মহা প্রেমময় যাহা, পবিত্র প্রণয়
ক্ষরিছে যাহার প্রতি অক্ষরে অক্ষরে ;

সেই স্বরগের গীত শুনিয়া সুন্দরি !
কি ভাবিছ মনে মনে ? বুঝি ভুলে গেছ
সাধের সংসার তব প্রেম লীলা ভূমি,
সরল দাম্পত্য প্রেম স্বরগ-দুর্ল্ভ।
সত্য কি গো ভুলে গেছ সাধের সংসার—
নূতন নিকুঞ্জ ঘর, শান্তির আলয়—
সুবিমল হাস্য-স্রোত যে আগার হ'তে
উঠি স্তরে স্তরে শূন্যে হইত বিলীন,
অনন্ত মিলন সনে মধুর বিরহ
মাঝে মাঝে, কিবা প্রেম গভীরে উদয়,
শরতের রাকাশশী, বিমল জোছনা,
সেই সে শয়নাগার জোছনা-মণ্ডিত,
সংসারের নানা কথা, প্রণয় সঙ্গীত,
প্রেম আলাপন, সুধা-হাসি-মাখা আঁখি,
আলিঙ্গন প্রেমময়-সরলতাময়,
হায় ! সে দাম্পত্য-প্রেম স্বরগ দুর্ল্ভ।
এত আদরের পতি সোনার সংসার
কেমনে ভুলিলে ? প্রিয়ে ! বল একবার।
বড়ই রহস্য কথা, ভাবিতাম মোরা
অচ্ছেদ্য প্রণয় পাশ জীবনে জীবনে

শোণিতে শোণিতে সদা শিরায় শিরায়
রহিবেক চিরকাল, হবেনা কখন
বিচ্ছেদের কথা, দূরে থাকুক বিচ্ছেদ।
করিতাম মনে হায়! সদা দুটী প্রাণে
ঈশ্বর চরণ-তরী করিয়া সহায়
ভব পারাবার পার হইব দুজনে
মহা-প্রেম-কর্ণ ধরি মনের কৌতুকে ;
কিন্তু হায়! ভাগ্যফলে স্বপনের ন্যায়
ফুরাইল সে বাসনা, সে সুখ-রাগিণী
মিশে গেল চির তরে বিষাদের লয়ে।
একক হইনু এবে ; জীবন সহায়,
জীবনের মহাশক্তি, শকতি-স্বরূপা,
শান্তিরূপা, উষ্ণহৃদে শান্তি প্রদায়িনী,
সরলতাময়ী হায়! সরল-প্রতিমা,
লাবণ্য-ললনা, প্রাণে জ্যোতি-বিকাশিনী,
জীবনের ধ্রুবতারা, প্রান্তরে সরসী,
মরুভূমে ক্ষুদ্রহ্রদ, জীবন-জীবন,
পাগলের পোষা পাখী বড় আদরের,
উড়ে গেছে হায়! দূর গগনের কোলে,
হৃদয় পিঞ্জর ভাঙ্গি, প্রেমের শিকল

কাটি' চ'লে গেছে হায়! পুন না আসিবে ;
নবীন জলদ কোলে বিজলী সুন্দরী
আর না হাসিবে পুন ঝলসি নয়ন ;
শৈল কুঞ্জদ্বারে আর সেই বনবালা
আর না দাঁড়াবে দুখী ভিখারীর কাছে,
প্রেম কথা না শুনাবে হাসি' মৃদু হাসি,
চুম্বিবে না ধরি' গলা প্রেমেতে অধিরা,
গাহিবে না সুমধুর প্রণয় সঙ্গীত
কাঁপায়ে কানন-হৃদি সুস্বর লহরে।
একি ?
উন্মত্তের ন্যায় কি যে বলিতেছি আমি,
মৃত বলে তোমা প্রিয়ে! কতকি বলিনু
ক্ষম অপরাধ মম ; কেবলে সুন্দরি!
গিয়াছ মরত ছাড়ি ? পুণ্য স্বর্গধামে
আছ বলি কেন মনে করি অন্যরূপ ?
এ মরতে তব তরে অন্তর আমার
হইয়াছে স্বর্গধাম, সেই স্বর্গধামে
বসে আছ তুমি সদা কল্পনার কোলে।
এই যে সতত হেরি তোমার মাধুরী
সতত জোছনা মাখা শরতের শশী,

বিস্তৃত নয়ন সদা প্রেমে ভাসমান,
হাসি হাসি মুখখানি, অস্পষ্ট দশন,
সুন্দর অধর হ'তে ঈষৎ বাহির—
সুপক্ক শুকতি মাঝে যথা মুক্তাদল,
গোলাপ রঞ্জিত চারু কপোল যুগল
সরমে রকত আভা ফেটে যায় লাজে,
প্রশস্ত ললাটে ক্ষুদ্র অলক নিকর
শোভমান-প্রণয়ের যেন কৃষ্ণ ফাঁস ;
বিকচ নলিনী তুমি হৃদয় সরসে
রহিয়াছ বিকশিত, প্রণয় হিল্লোলে
দুলিছ সতত প্রিয়ে ! ছড়ায়ে মাধুরী ;
এমন কল্পনা নেত্রে হেরি যারে আমি
শয়নে স্বপনে ধ্যানে সদা জাগরণে
আহারে বিহারে একা কিম্বা সঙ্গী মাঝে ;
হায় ! আমি যে প্রিয়ারে হেরি নিতি নিতি
কে বলে মরতে নাই সে সুন্দরী বামা ?
যাহা হোক, যেথা থাকো জীবন-সঙ্গীনি
মানস-মোহিনী প্রিয়ে হৃদি বিহারিণি !
যেথায় থাকনা কেন-মানস স্বরগে,
কিম্বা উর্দ্ধ স্বর্গপুরে অমর আলয়ে,

গেল চলি বহুদিন, নর আঁখি দিয়ে—
হেরি নাই তব মুখ মনোহর হাসি,
পাই নাই বহু দিন তব প্রেম লিপি,
ভুলে গেছ বুঝি হায় ! এ অধীনে প্রিয়ে
দেহ সমাচার তব, তব পত্র তরে
রহিনু দাঁড়ায়ে আমি পথ পানে চাহি',
পত্রের উত্তর শীঘ্র দিও প্রেমময়ী !
আজিকার মত প্রিয়ে হইনু বিদায় ।

তৃতীয় পত্রিকা।

পত্রের উত্তর আশে গেল বহুদিন
চির পিপাসিত হ'য়ে ছিলাম নিয়ত
পথ-পানে চাহি, কিন্তু দুরভাগ্য ফলে
না পাইনু প্রতিলিপি, জনমের মত
বুঝি প্রিয়ে চলে গেছ ছাড়ি অভাগারে
শোকসিন্ধু-নীরে ফেলি জনমের মত ।
একবার এস তব সখার সমীপে
বলিতে যাহারে তুমি প্রাণ প্রিয়বর,

হৃদয়ের নিধি, হৃদি-সরসী-মরাল,
হৃদি-নীলাকাশে শুভ্র বিমল চন্দ্রমা,
সংসার মরুভূ মাঝে শান্তি নিরঝর,
সেই সে প্রাণের সখা ডাকিছে তোমারে
একবার এস প্রিয়ে প্রবোধিতে তারে।
ওই দেখ শরতের বিমল গগন
দর্পণ আকারে কিবা শোভিছে চৌদিকে,
ওই দেখ নিরমল আকাশের কোলে
উজল তারকারাশি হীরাখণ্ড সম
ঝকিছে কিরূপে চাঁদে মধ্যে বসাইয়ে।
আবার দেখলো প্রিয়ে! জাহ্নবী সুন্দরী
পরিয়া নীরবে কিবা নীলিম বসন
তারকার মুক্তামালে খচিত সুন্দর,
মৃদু মৃদু ধাইতেছে বারিধির পানে—
যাহার পুলিনে বসি কর্ম্মশ্রান্ত যুবা
বসি সবে করিতেছে শ্রান্তি বিনোদন,
শুনাইছে বন্ধুবরে প্রেয়সী মিলন
কিরূপে কেমনে হ'বে বহুদিন পরে
যাইবে সকলে যবে নিজ নিজ ধামে
পূজার সময়ে সুখে লভি অবসর

কর্ম্মক্ষেত্র হ'তে, নানা বস্ত্র আভরণ
সুগন্ধ সুস্নেহরাশি কিনিয়া কৌতুকে
উপহার দিতে প্রাণ প্রেয়সী বালারে—
যাহার সুনীল বক্ষে নাবিক নিচয়
বসি সারি সারি সবে তরণী উপরে
গাইতেছে প্রেমগাথা হাসি উচ্চরবে
মনে ভাবি নিজ নিজ নীলিম নলিনী
প্রণয়িনী, শ্রান্তহৃদে সুধা বরষিণী,
কোরক কুসুম-শিশু-অলক-নিকর,
দূরস্থিত শান্তিমাখা পত্রের কুটীর।
আবার দেখলো প্রিয়ে ! দেবী আরাধিতে
জগৎ ঈশ্বরী মাতা-কাঙাল জননী
হরপ্রিয়া-পদযুগ সেবিতে হরষে
সাজিছে সেফালি রাণী মাজি কলেবর,
পরিছে অলক্ত মুখে স্থল কমলিনী,
নীলিম অপরাজিতা বাঁধিছে কবরী,
এমতি কতই ফুল কুসুম কাননে
সাজিতেছে ত্বরা করি পূজিতে সোহাগে
ভক্তপ্রাণা, ভোলানাথ-মানস মোহিনী।
দেখ পুন ওই ফুলবন অন্তরালে

যেথায় পড়েনা কভু শশধর-সুধা
নিভৃত কানন কোণে কৃষ্ণ বিম্ববালা
তৈলাভাবে লেপিতেছে ক্ষুদ্র দেহলতা
নীহার-সলিলে ধরি অতি সযতনে
বিশুদ্ধা সংযতা হ'য়ে দেহ বিকাইতে
শান্তির নিলয় রক্ত অম্বিকা চরণে।
শরত সময়ে হায়! প্রকৃতি সুন্দরী
গম্ভীরা যুবতী সম টল টল ভাব
প্রণয়-বিকারহীন, যেন শান্তি-ছবি
মুখে মৃদুমৃদু হাসি মানস-রঞ্জিনী
শোভিতেছে কি সুন্দর বর্ণনা-অতীত।
হায় এ সুখের কালে তব প্রিয়বর
রহিয়াছে বসি একা নির্জ্জন প্রান্তরে,
ভাসিছে বয়ান তার শোক অশ্রুধারে,
কাঁদিছে সতত প্রিয়ে! তোমার বিহনে;
এত নিরদয় তুমি! কেমনে রয়েছ
বিস্মরি পতিরে তব এত কাল ধরি
দণ্ডেক বিচ্ছেদে যার হইতে পাগল?
অহো বুঝিয়াছি আমি দুর্লঙ্ঘ্য ভীষণ
মরতের পথ হায়! স্বরগ হইতে;

কিন্তু কি করিবে বল প্রাণের সঙ্গিনি,
নিয়তির ফল সদা ফলিছে জগতে,
কার সাধ্য গতিরোধ করয়ে তাহার।
শুন কথা, যবে মাতা অচল-নন্দিনী
মহামায়া আসিবেন মরত আলয়ে
কৃতার্থ করিতে শ্রান্ত ক্লান্ত বাঙ্গালীরে,
আসিও তখন প্রিয়ে! জননীর সনে,
ভকত-বৎসলা তিনি ভকত-বাসনা
পূরাবেন, আশা হেন জাগিছে অন্তরে।
তুমি ভাগ্যবতী সতী স্বামী সোহাগিনী
সুশীলা বিনয়-ছবি পতিব্রতা নারী
তোমারে নিশ্চয় তিনি আনিবেন হেথা;
দৈবের বিপাকে পড়ি যদি কারো জায়া
থাকি বহুদূরে হায়! স্বামীর বিহনে
আকুলা সতত কাঁদে ধূলি ধুসরিতা
নিরাশ্রয়া লতা সম, কোন্ পতিব্রতা
সেই পথ-পান্থ হ'য়ে না আনে তাহারে
মিলাতে যতনে তারে প্রিয়তম সহ
যে অভাগা আছে সদা পথপানে চাহি
হেরিতে প্রিয়ারে হায়! ক্ষণেকের তরে?

আসিও আসিও সতি ! পূজার সময়
মহামায়া সনে যবে লক্ষ্মী সরস্বতী
আসিবেন মাতা সনে শিবিকারোহণে
আসিও তখন তুমি করি অনুনয়
এসো প্রিয়ে রেখো কথা, বিদায় এখন

চতুর্থ পত্রিকা

ইতিমধ্যে পত্রলিপি আর না লিখিব
করেছিনু মনে, কিন্তু আছে বহুদিন
আসিতে মা অম্বিকার ভারত-কুটীরে ;
আজি মাত্র চাঁদিমার দ্বিতীয়া রজনী
পূর্ব্বাশার কোল হ'তে ক্ষীণ শশিকলা
ক্ষণেক মৃদুল হাসি, ক্ষণেকে আবার
ডুবিছে মেঘের তলে, যেন চাঁদে মেঘে
খেলিছে মধুর খেলা গগন প্রাঙ্গনে ।
চতুর্থ দিবস পরে সপ্তমী তিথিতে
আসিবেন মহামায়া হাসাতে ভারত,
জরাজীর্ণ শোকাতুর ভারত-নিবাসী ;
কিন্তু বল কি প্রকারে এ চারি দিবস

অতীত হইবে প্রিয়ে, উৎকণ্ঠা-পীড়নে
চারিদিন চারি যুগ হবে অনুমিত।
শীঘ্র লিখ করলিপি স্বরগ হইতে
কি কি দ্রব্যে ইচ্ছা তব পূজার সময়।
জেনেছ কি? ভারতের ধনী কি নির্ধন
জ্ঞানী কি অজ্ঞানী কিবা ইতর বর্ব্বর,
করিয়াছে ধর্ম্মপণ—জীবন থাকিতে
লবেনা ছোঁবেনা আর বিদেশী বসন,
মনোহর গন্ধরাশি বিলাস জড়িত,
সুচিক্কণ ক্রীড়াদ্রব্য মানস রঞ্জন।
জান কিগো? স্বদেশের শিল্প উদ্ধারিতে
হতেছে বিরাট সভা সহরে সহরে
নগরে নগরে গ্রামে প্রান্তরে পুলিনে
ধনীর প্রাসাদে কত বহুক্ষণ ব্যাপি;
বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন শিক্ষিত প্রধান
কতই মানব শ্রেষ্ঠ, বক্তৃতা-সুধায়
তুষিতেছে শ্রোতৃবর্গ, যার মধ্য হ'তে
"বন্দেমাতরম" গান অতি উচ্চরবে
উঠিছে আকাশ মার্গে বায়ু ভেদ করি।
সে উৎসাহে উৎসাহিত বক্তা মহোদয়

উত্তেজিত করিতেছে সমাগত জনে
উদ্দীপন-ভাব হৃদে করি জাগরিত।
জান কিগো কত শত নব্য যুবাদল,
উচ্চ শিক্ষাপ্রার্থী কত ছাত্রের মণ্ডলী,
বিশেষ চিহ্নিত বেশে হইয়া সজ্জিত
চলিতেছে সারি সারি গাহি' সমস্বরে
তেজ-উদ্দীপনী গীতি শক্তি-উদ্দীপিকা
জাতীয় সঙ্গীত, ঢালি নূতন উৎসাহ।
"রত্নমালা প্রসবিনী ভারত জননী—
যেথায় প্রান্তর পথে ধন ধান্য রাশি
রয়েছে ছড়ায়ে, হায়! সে ভারত মাতা
একখানি বস্ত্রতরে বিদেশীর কাছে
যাচিছে কাতর ভাবে, বিদরে হৃদয়
স্মরিলে সে কথা হায়! ভারত সন্তান
হ'য়ে ধনবতী সুত লজ্জা নিবারণে
পরদ্বারে পড়ে আছে ভিখারীর মত।
কোন্ অদ্রি আছে বল হিমাদ্রি সমান?
ধবল শিখরে যার হিমশিলা পরে
যেথায় রবির কর খেলিছে সদাই
বসেন অমর-রাজি মনের হরষে

বীতরাগ যবে সবে স্বরগ-শোভায়।
কোথা হেন সুরধুনী মোক্ষ বিধায়িনী
পরশি সলিল যার পতিত মানব
চ'লে যায় স্বর্গধামে দেব দেহধরি'
ত্যজিয়া নশ্বর কায়া নশ্বর জগতে,
স্বর্গাদপি গরীয়সী সে ভারত মাতা
অশন বসন তরে আজি কাঙালিনী,
নেত্র-নীরে সিক্ত মার পূত কলেবর ;
হায়রে কপাল ! থাকিতে উপায় বল
সহায়, সম্বল, করেনা যতন কেহ
মুছাইতে জননীর তপ্ত অশ্রুধার।"
শুনেছ কি স্বর্গ হ'তে অয়ি বরাননে ?
সাধের জননী বঙ্গ জীবন-রক্ষিণী
যাঁর পদতলে বসি মোরা দুটী ভাই—
পূর্ব্ববঙ্গবাসী আর পশ্চিম নিবাসী—
গাইতাম নিরজনে অতীত কাহিনী
বঙ্গের অতীত স্মৃতি তিতি আঁখিনীরে ;
সেই বঙ্গমাতা আজি কর্জ্জন-কৃপাণে
হইয়াছে দ্বিখণ্ডিত, হাহাকার রবে
কাঁদিছে আকুলা সতী কাঁদায়ে জগৎ ;

"হায়রে ! তনয় মোর প্রলোভনে রত
ভুলে আছে চিরকাল পাপ মোহে পড়ি,
পাপ অন্নে পোষা পশু, পাপের শৃঙ্খল
পরিয়া চরণে, পাপ চরণ লেহন
করিতেছে অকাতরে পুণ্য বিসর্জ্জিয়া ;
হায় ! আমি অভাগিনী দারুণ প্রহারে
হইলাম খণ্ড খণ্ড, শোণিত প্রবাহ
ছুটিছে প্রবল বেগে সর্ব্বাঙ্গে আমার ;
দেখ্‌রে দেখ্‌রে চেয়ে হৃদিপিণ্ড মম
কাঁপিছে কাঁপিছে অহো দুরু দুরু করি ;
হায় ! বুঝি চিরতরে অভাগিনী-প্রাণ
মিশিল অনন্ত লোকে ছাড়িয়া ভারত ;
বহুকোটী পুত্র মম বিদ্যাবিভূষিত
বুদ্ধিবলে পারে সবে জিনিতে জগৎ,
কিন্তু হায় ! এ বিপদে মম ভাগ্যফলে
কেহ কাছে আসি নাহি করে প্রতীকার।"
এস যদি একবার এহেন সময়ে
দেখিবে ভীষণ দৃশ্য বঙ্গ-অঙ্গচ্ছেদ ;
মাতার ক্রন্দন শুনি কত শত যুবা
অনাবৃত পদ, জীর্ণ বসন সবার,

রুক্ষকেশ সকলের, মুখে একবুলি
"বন্দে মাতরম্ গান বন্দে মাতরম্
কতকাল পরে বল ভারত জননী
বিষাদ সাগর তরী লভিবেক পার"
ইত্যাদি কতই গান নব ভাবে ভরা
যে ভাবে বাঙ্গালী হৃদে নবীন উৎসাহ
ছুটিছে নিয়ত বেগে নিরঝর মত ;
এ সুন্দর গীত যদি না শুনিলে প্রিয়ে !
কি ফল লভিবে তুমি অমর সঙ্গীতে ?
নাহি কাজ সে কথায়, অনন্ত সাগরে
কে চাহে বাহিতে তরী, মোরা ক্ষুদ্র প্রাণ-
মোদের নীরব দুটী জীবন তটিনী
সংসার প্রান্তর-প্রান্তে প্রণয় হিল্লোলে
যাইবে নীরবে ছুটি মিশামিশি হয়ে
শান্তিময় পারাবারে ঈশ্বর চরণে।
এস প্রিয়ে সুধাময়ি সরল-প্রতিমে !
বহুদিন দেখি নাই সুচারু বদন,
দেখিব কেমনে এবে মন্দার পরাগ
লাগিয়াছে তব রক্ত কপোল যুগলে।
এস প্রিয়ে শোভাময়ি, সুষমার রাশি !

স্বরগ-বিমল শোভা-লাঞ্ছিত-মাধুরী
দেখি নাই বহুদিন, বড় সাধ মনে
বসায়ে কঠোর বক্ষে সোনার পুতলী
নেহারিব কিছু কাল জুড়ায়ে নয়ন।
দেখিব স্বরগবালা রূপ-কাঙালিনী,
মানস-মোহিনী তব কান্তি নেহারিয়া
হয়েছে কি সুমধুর প্রেম-আলাপনে
তব চন্দ্র-মুখ-সুধা জগত-দুর্লভ।
এস প্রিয়ে শান্তিরূপে শান্তিনির্ঝরিণি !
জুড়াও সুতপ্ত হৃদি শান্তির সলিলে
নিবায়ে বিরহবহ্নি মিলন-নীহারে
উত্তপ্ত জীবন-মরু কর সুশীতল।
পত্রপাঠ পত্র লিখো এই নিবেদন
মনে রেখো প্রিয়তমে বিদায় এখন।

পঞ্চম পত্রিকা।

শরতের শুক্লা ষষ্ঠী, অমল অম্বরে
হাসিছেন তারানাথ ছড়ায়ে কিরণ,

দেখিছেন স্থির নেত্রে কেমনে অম্বিকা
ভুবন-মোহিনী সাজি আনন্দ ঢালিয়া
প্রবেশেন নিরানন্দ-ভারত-কুটীরে।
আগমনী নিশা আজি ভকত-আবাসে
বিল্ববৃক্ষমূলে নববেদিকা উপরে
শোভিছে নবীন ঘট অলক্ত সিন্দূরে,
পূত চিত্ত উপাসক কৌষিক বসনে
আবরি' পবিত্র দেহ, বসি কুশাসনে,
রক্তজবা বিল্বদল অপরাজিতায়
জাহ্নবীর পূতবারি রকত চন্দনে
ধূপ-ধূনা মধুপর্ক বসন ভূষণে
আরাধিছে পূতমনে ভক্তমনপ্রাণা
অম্বিকায়—বিম্বাধরা ত্র্যম্বকগৃহিনী ;
কভুবা ভকতবৃন্দ বেদির চৌদিকে
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে সবে "জয় দুর্গে" বলি
ডাকিছে করুণ-কণ্ঠে ধরি' একতান।
কাঁপিল ক্ষণেক পরে পুণ্যময় ঘট,
কলসের কিশলয় কাঁপিল সুন্দর,
স্বরগ-কুসুম-গন্ধ বহিল চৌদিকে ;
সমগ্র ভকত এবে "এস মা অম্বিকে !

দুর্গে দুঃখ-বিনাশিনি ভকত জননি !
তারা” বলি তারস্বরে ডাকিল সবাই।
বাজিল দুন্দুভি ঢাক্ ঢোল করতাল
মৃদঙ্গ সমরভেরী কাঁপায়ে গগন ;
পুরনারী শঙ্খনাদ করিলা হরষে ;
বাজিল কাঁশরি ঘণ্টা ঝাঁঝরী ঝঙ্কারি।
সম্মুখে দেখিলা ভক্ত দশভুজারূপে
মহিষমর্দ্দিনী ভাবে মহেশ-মোহিনী
সিংহ পৃষ্ঠদেশে রাখি বামেতর পদ
অন্য পদ রাখি ভীম অসুরের শিরে
আছেন দাঁড়ায়ে কিবা নব ভঙ্গিমায়,
যৌবনবিকচতনু সমর তরঙ্গে
কিবা রঙ্গে ভাসিতেছে ছড়ায়ে মাধুরী,
অমলপূর্ণিমাচাঁদবদন নেহারি
লুকাল কলঙ্কী চাঁদ মেঘের আড়ালে।
আজি এই শুভদিনে পদ্মালয়া সতী,
ভক্তপ্রাণা বীণাপাণি—যুগল ভগিনী,
তারকারি, গণপতি জননীর সনে
আসিলেন মহানন্দে ভারত কুটীরে।
আসিল সকলে, কিন্তু যাহার কারণ

জাগিলাম সারানিশি পথপানে চাহি,
আঁখিজল ঢালিলাম মায়ের চরণে,
যাহার বিহনে উদার শরতকোলে
উদার চন্দ্রমা, জোছনা-মাখান-নিশা,
গম্ভীরা প্রকৃতি সতী চিত্তবিনোদিনী,
কিছুই লাগে না ভাল ; হায় ! সে সুন্দরী
অভাগার ধ্রুবতারা কেন না আসিলে
ভকত জননী হর-গৃহিণীর সাথে ?
এতই পাষাণ কিগো পাষাণের মেয়ে
ভবদারা, তেঁই তোমা না আনিল হেথা !
এ হেন আশঙ্কা কিন্তু কভু না সম্ভবে ;
শরণ্য প্রাণীর যিনি আশ্রয় দায়িনী,
দুখনিবারনী ব'লে খ্যাত যে জগতে,
পাছে কাঁদে ভোলা ক্ষণ বিরহ-দহনে
ভাবি যিনি অৰ্দ্ধাঙ্গিনী ভোলানাথ সনে,
সেই সে শঙ্কর-প্রেম -পুতলী পাৰ্ব্বতী
পাগলের মহাপ্রেমে যিনি পাগলিনী
উলঙ্গিনী, দিগম্বর-প্রণয়-রতন,
কেমনে তোমারে ভুলি আসিবেন হেথা,
অসম্ভব হেন কথা না হয় বিশ্বাস।

অহো বুঝিয়াছি, তুমি অমর আবাসে
মিশিয়া অমরী-সনে অমরী-স্বভাব
লভিয়াছ মনসুখে বিস্মরি জগৎ।
(কিন্তু) নাই কিগো দয়ামায়া অমরী-হৃদয়ে ?
স্বরগের ক্ষিতি কি গো এতই কঠিন ?
অমরা অনিলে কিগো এত রুক্ষভাব ?
এতই উত্তপ্ত কিগো মন্দাকিনী বারি ?
স্বরগ-প্রকৃতি কিগো এতই নির্ম্মম ?
প্রায় একযুগ-ব্যাপী যে প্রেম তটিনী
কোমল হৃদয়-দুটী করি সংজড়িত
চলেছিল ল'য়ে পূতপ্রণয়-প্রবাহ
ধীরে ধীরে হেলে দুলে সুখের হিল্লোলে ;
সেই সে প্রণয়-ঊর্ম্মি-সূক্ষ্মতম-রেখা
নাই কিগো তব সেই কোমল হৃদয়ে ?
বিস্মিত হইনু আমি, যে প্রেম সঙ্গীত
হৃদয় কপাট খুলি' পশিয়া অন্তরে
অন্তরের রুদ্ধবৃত্তি করি বিকশিত
নিভৃত অন্তর স্থানে সুধা ঢালি দিত,
সে গীতের ক্ষীণতম ঝঙ্কারের রেশ
অন্তর নিভৃত কোণে নাই কিগো তব ?

জীবন-সঙ্গিনী তুমি হৃদয়ের হার,
লীলাভূমে লীলাময়ী লীলার পুতুল,
নিরাশাপাদপ-মূলে আশ্বাস সলিল,
সংসার আতাপে শান্তিঅনিলরূপিণী,
শান্তিরূপা তুমি প্রিয়ে ! মানস পীড়নে,
জীব-শক্তি তুমি মম সামান্য জীবনে,
হৃদয়-মন্দিরে তুমি আনন্দ-প্রতিমা।
এস প্রিয়ে ! একবার, ক্ষণকাল তরে
বড় সাধ হেরি তব মনোহর রূপ,
যে রূপের সঙ্গে সঙ্গে তব গুণরাশি
পতিভক্তি, সরলতা, করুণা, বিনয়
উদিবে অন্তরে মম এক এক করি।
নাহি চাহি দেবী ! তব প্রেম-পরশন,
বিলাসজড়িত আঁখি প্রণয়-নিলয়,
নিতি নব ভালবাসা—পবিত্র মধুর।
ঘুরুক অমর ভৃঙ্গ মন্দারে মন্দারে
পায় যদি কথঞ্চিৎ সুধার আভাস
যে সুধা নিঃসরে তব রক্তিম অধরে ;
নন্দন-কানন-ফুল্ল-কুসুমের হার
তেয়াগি ধরুক শীঘ্র সুরাঙ্গনাগণ

কণ্ঠে জপমালা, ছাড়ি দুকূল বসন
পরুক গৈরিক-বাস গাছের বাকল,
যাক সবে ত্বরা করি মন্দাকিনীতীরে
তপস্যা করিতে অতি দীর্ঘ-যুগব্যাপি
পায় যদি কথঞ্চিৎ রূপের আভাস
যে রূপ মাধুরী খেলে ও সুন্দর দেহে।
আর কি লিখিব তোমা চলেনা লেখনী
হলো বুঝি ভাগ্যফলে লেখা মাত্র সার।
এক অনুনয় পুনঃ করি গো তোমারে
মহাষ্টমী দিনে যবে সন্ধিপূজা কালে
আসিবেন হেথা সব অমর অমরী
আরোহি অমর-যান ভক্তের আবাসে
হেরিতে অম্বিকাপূজা মহা কুতূহলে,
আসিও তখন তুমি অমরীর সনে.
তব প্রাণ প্রিয়তম করে এ মিনতি,
করিও তাহার এই বাসনা পূরণ।
যদি বল ক্ষণতরে অমর মণ্ডলী
আসিবেন ভবধামে কি সাধ মিটিবে
তব ক্ষণেক দর্শনে? (কিন্তু) ব্যাকুল যে জন
চির পিপাসিত হ'য়ে নিরখিছে পথ

ক্ষণমাত্র তার কাছে যুগ পরিমিত ;
ক্ষণমাত্র কি যে যুগ সেইজন জানে
বিরহী যে জন কাঁদে বিচ্ছেদ-দহনে।
আর কি লিখিব প্রিয়ে ! বিদায় এখন
এসো একবার, কৃপা করি অভাগারে।

ষষ্ঠ পত্রিকা।

অষ্টমী হইল শেষ, সন্ধিপূজা এবে,
আছি চেয়ে পথপানে তৃষিত নয়নে।
কার তরে জেনেছ কি ? পুত কলেবর
শাক্তবর যোড়পানি রয়েছে দাঁড়ায়ে
প্রতিমা সমীপে, কিন্তু এ অশক্ত যুবা
শক্তি স্বরূপিণী তোমা হেন শক্তি আশে
নীরব নিশ্চল হ'য়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে,
দুই বিন্দু অশ্রুজল দুই নেত্র হ'তে
দেখা দিয়ে মিশে গেল নয়নে নীরবে ;
কার তরে জেনেছ কি ? বুঝি ভুলে গেছ,
যাও যদি ভুলে, ভুলে যাও চিরতরে,

আমিও ভুলিব, কিন্তু নারিলো ভুলিতে,
কেন ? যদি বল, তুমি দিও সে উত্তর।
এলো সন্ধি-দেবী ঘোর কালিম-বরণী,
পলাইলা ভয়ে ভয়ে অষ্টমী সুন্দরী
চণ্ডীর মণ্ডপ হ'তে একবর্ষ মত।
চাহিলা বিস্ময়ে ভক্ত প্রতিমার পানে,
দেখিলা সম্মুখে শিবা ভীমকরালিনী
চতুর্ভুজা দিগম্বরী করে ভীম অসি,
গলদ্রুধির-ধারা অধরের কোণে
ঝরিছে নিয়ত, গলে শবমুণ্ড মালা,
দনুজ-দলনী কাটি দানবের শির
রাখিছেন সাজাইয়ে অবনী-উপরে,
করস্থিত অসুরের মস্তক হইতে
শোণিত নির্ঝরসম ছুটিছে চৌদিকে।
নাচিছে ভৈরবী সবে ভীমা উলঙ্গিনী
করে লয়ে খরধার কৃপাণ নিকর,
কাটিছে অসুরমুণ্ড হাসি অট্টহাসি,
কভুবা কর্ত্তিত মুণ্ড নিক্ষেপি আকাশে
ধরিছে, কভুবা রক্ত শোণিত ধারায়
রক্ততর করিতেছে রকত অধর।

বাজিলা দুন্দভি, দামা ঢোল, করতাল
শঙ্খনাদ মুহুর্মুহু উঠিল আকাশে
ধূপধূনা ধূমজালে ঘোর অন্ধকার
আবরিল গোলাকারে চণ্ডীর দেউল।
নৃশংস ঘাতক, করে খড়্গ ভীমাকৃতি
বদ্ধ-পরিকর হ'য়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে,
বলিদান অনুমতি লভিতে সত্বর
ধার্ম্মিক দয়ালুশ্রেষ্ঠ আচার্য্য সমীপে।
বলিকাষ্ঠে দলে দলে ছাগশিশুগণ
নীরবে রয়েছে বাঁধা জনমের মত
খাইছে চিবুক নাড়ি আতপ তণ্ডুল,
রম্ভা, ফুল, বিল্বদল, দূর্ব্বা, কিশলয়।
হায়রে অজ্ঞান নর দেবী আরাধিতে
মৃদুপ্রাণ ছাগে কেন করিস্ বিনাশ,
নাহি কিরে দয়া মায়া জীব-কুল প্রতি?
ক্ষুদ্র জীব ক্ষুদ্র অজে কি কাজ বিনাশি?
দয়াময়ী মার তরে ক্ষুদ্র পশু নাশি
কি ফল লভিবে নর? দাও বলিদান
নিজ পাপদলে যারা মানস-আরতি,
দাও বলিদান পাপ কুবৃত্তি নিচয়ে।

দূর হোক্ কি লিখিতে কি লিখিনু তোমা,
শুনেনা পাগল মন চঞ্চল সতত
সূত্রে সূত্রে ভিন্ন পথে করয়ে গমন।
দেবদল দেবযানে আরোহি সকলে
আসিলেন একে একে ভক্তের প্রাঙ্গনে
হেরিতে চণ্ডীর পূজা সন্ধির সময়।
আসিলা সকলে কিন্তু মম ভাগ্য দোষে
উদিলা আকাশে তারা দূরে গেল মেঘ,
চকোর চকোরী সহ উড়িল উল্লাসে,
সরসীর কোল হ'তে তুলিয়া আনন
হাসিলা নীরব হাসি কুমুদ সুন্দরী ;
সব হলো কিন্তু কোথা শশধর হাসি—
মধুমাখা সুধামাখা যে হাসির তরে
পাগলিনী কুমুদিনী চঞ্চল চকোর ?
আসিল সকলে. কিন্তু কোথা বনবালা
বন-ফুল লতা যার অঙ্গের ভূষণ,
বননদী-বিহারিণী, বন বিহঙ্গিনী,
বন-ফুল-রাণী, দীন তাপস-জীবন,
তাপস-গলার হার, তাপসের নিধি,
যাহার বিহনে বন শ্মশান এখন,

চলেনা ফেরেনা আর বন-পশুচয়
নিশ্চল নীরব সবে কি যেন ভাবিছে ;
নাহি গায় সুমধুর কাকলী-সঙ্গীত
প্রত্যূষে প্রদোষে বন বিহঙ্গ নিকর,
ললিত পঞ্চম তানে পিক প্রণয়িনী
গায না মধুর গীতি অমিয় বরষি ;—
সুমধুর কুলুরবে বন কল্লোলিনী
নির্জ্জন অরণ্য-রত্ন বাঁধিয়া অঞ্চলে
চলেনা কাঁপায়ে ধীরে অরণ্য হৃদয় ;
নির্ব্বাত কানন-বাত আর নাহি পশে
মল্লিকা কোমল হৃদে অতি সুগোপনে
ফুটাইতে বালিকার যৌবন-কলিকা ;
নিঃশব্দ কানন আজি, শান্ত ভৃঙ্গরাজ
না পরে সোহাগে আর বন-ফুল-রেণু
প্রেম ভরে নিজ কৃষ্ণ কপোল-যুগলে।
সুশান্ত পাদপশ্রেণী নীরব পল্লব,
নীরব নিকুঞ্জঘর লতিকা মণ্ডপ।
তাপস-কুমার সনে বধূ তপস্বিনী
না খেলে পুতুল খেলা, হারায়েছে শিশু
সাধের পুতলী তার বড় সোহাগের,

খুঁজিছে কানন রাজি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ;
তাপস কুটীর হ'তে সারঙ্গ-সুরব
নাহি যায় শুনা আর শ্রবণ-মধুর,
পবিত্র প্রণয়গীতি সমতন্ত্রী তানে
আর নাহি উঠে দূর গগনের কোলে
কাঁপায়ে কানন হৃদি প্রেমের হিল্লোলে।
প্রত্যূষে সায়াহ্নে আর শ্রুতি বিনোদিনী
বেদগীতি সুধাময়া উদাত্ত আরাবে
নাহি উঠে নাশি পাপ-প্রবৃত্তি-নিচয়।
সকলি নীরবে কাঁদে হ'য়ে আত্মহারা
কে বলিবে কেন আজি হইল এমন।
চলে গেল সন্ধিতিথি আসিল নবমী
সেও চলি গেল ক্রমে এক বর্ষ মত;
পোহাইল বিভাবরী, অভাগিনী উষা
কাঁদাতে ভারত জীবে হইলা উদয়,
নিবে গেল শুকতারা সেই নিশামত,
কিন্তু মম সুখতারা জনমের মত
বুঝি নিবে গেছে হায়! আর না উদিবে।
ছাড়িয়া রতন-বাস ত্রিযামা সুন্দরী
মন দুখে শশধরে করি আলিঙ্গন

কাঁদিলা কতই ; আজি ভবের গৃহিণী
নিরানন্দ ভারতের আনন্দ দায়িনী
চলে যাবে বর্ষ মত ভবধাম হ'তে।
শুনি এ দুখের কথা উজল চন্দ্রমা
হইলা মলিন শোকে,লভিয়া সান্ত্বনা
নিজে, বুঝাইল শেষে রজনী প্রিয়ারে ;
মানে না প্রবোধ নিশা, নয়ন সলিল
ফেলিল কতই তরু পল্লব উপরে,
অনুপায় চাঁদ শেষে, নিশার নয়ন
মুছাইয়া লয়ে গেল প্রতীচি-গগনে।
আসিল বিজয়া সখী নীলাম্বর-পরা
পশ্চাতে পাগল ভোলা ভবানী-বিহনে
রয়েছেন দাঁড়ায়ে দুয়ার সমীপে।
ভাসায়ে বিষাদ-নীরে ভববাসী জনে
নগেন্দ্র-নন্দিনী উমা মহেশ-মোহিনী
কাঁদিয়ে চলিলা আজি শঙ্কর-ভবনে
কাঁদায়ে সন্তাপ-তপ্ত ভারত সন্তানে।
নাহি বুঝি মায়া দয়া কেমনে চলিলি ?
পাষাণের মেয়ে বুঝি হইয়ে পাষাণী
ভারতের নবভাব, জাতীয় বন্ধন

সহিতে না পারি বুঝি বিষম নয়নে
চলে গেলি পুত্র স্নেহ করিয়া কর্ত্তন,
পুত্রের ক্রন্দন কি মা শুনিলি না কানে ?
যাও মাতঃ শিবধামে, কর আশীর্ব্বাদ
এ নব বন্ধন যেন শিরায় শিরায়
শোণিতে শোণিতে রহে জীবনে জীবনে
জনমে জনমে সদা থাকে চিরকাল;
এ ঘোর বন্ধন যেন ভীম করবাল,
প্রলয়-নিনাদ সম কামান গর্জ্জন,
শত শত বিভীষিকা না পারে কাটিতে
অচ্ছেদ্য হইয়া যেন রহে চিরকাল।
দাও মা শকতি যেন বিদেশী বসন
শ্মশান বসন সম হেরি দুনয়নে,
বিদেশীয় পণ্য তুচ্ছ অঙ্গারের মত
অস্পৃশ্য যেন না থাকে চিরকালতরে;
স্বদেশী অশনে মাগো স্বদেশী বসনে
চরিতার্থ হই যেন জনমে জনমে।
উৎক্ষিপ্ত-অজ্ঞান মত কত কি লিখিনু
পত্রস্থান অবসান, কোথায় লিখিব
মনকথা তোমা প্রিয়ে ! দুখের কাহিনী

প্রশস্ত মানসে মম ভাব-তরঙ্গিনী
যে উত্তাল দুখ-স্রোতে হইছে চঞ্চল
না পারে ধরিতে তাহা সামান্য পত্রিকা ;
এস একবার প্রিয়ে ! রাজহংসীরূপে
বিচর তরঙ্গ' পরে রঙ্গে হেলে দুলে,
দিব সযতনে তব পবিত্র অধরে
প্রণয়-মৃণাল তুলি' দুখ স্রোত হ'তে।
অবশেষে পত্রতলে লিখিনু তোমায়
মম শেষ অনুনয়, পড়োলো সুন্দরি !
"রাখী-বন্ধনের" দিনে মহোৎসব কালে
ভাসিবে বাঙ্গালা যবে দুঃখের সলিলে
আসিও আসিও প্রিয়ে ! হেরিতে উৎসব ;
বাঁধিবে বাঙ্গালী রাখী পরস্পর করে
হিন্দু মুসলমান সবে বলি ভাই ভাই
তিরিশে আশ্বিন দিনে, যবে দ্বিখণ্ডিত
হইবে সমগ্র বঙ্গ কর্জ্জন-কৃপায়,
সেই দিনে বাঙ্গালার সেই শেষ দিনে
ইংরাজের খণ্ড বঙ্গ অখণ্ড রাখিতে
অখণ্ড বাঙ্গালা-ভিত্তি হইবে স্থাপন।
আসিও সে শোক-দিনে শক্তি বিতরিতে

শক্তিরূপে মম ক্ষুদ্র আঁধার-ভবনে,
শক্তিবলে জীবশক্তি ক'রো উদ্দীপিত।
বিদায় হইনু এবে রেখো মোর কথা
রাখী-দিনে তোমা যেন পাইগো হেরিতে

সপ্তম পত্রিকা।

ধীরে ধীরে ম্লান উষা বহু বিলম্বনে
উদিল পূরব ভালে কাঁদিতে কাঁদিতে,
জননীর তপ্ত রক্ত মুছিয়া অঞ্চলে,
নীহার-নয়ন-জলে মাতার চরণ
ধোয়াইয়ে ধীরে ধীরে করিল প্রয়াণ।
শোকাকুল ভানু আজি জননীর শোকে
কাঁদিয়ে লোহিত আঁখি মরম ব্যথায়
কমল-বধূরে হায়! জানাল দুর্দ্দিন,
কেঁদে কেঁদে কমলিনী হইলা মলিন।
ঘাতক হইতে ঘৃণ্য শাসক-আদেশে
বঙ্গ জননীর অঙ্গ হ'ল দ্বিখণ্ডিত;
অভাগীর বক্ষ হ'তে শোণিত-নির্ঝর
ছুটিছে প্রবল বেগে, তাহে নেত্রনীর

নব দূর্ব্বা-কিশলয়ে রঞ্জিত সুন্দর—
পরিণয়-সূত্র সেই প্রণয়-বন্ধন
কেন গো মানসে মম হইল উদয় ?
হায় ! মম করোপরি আর এক কর—
সুবর্ণ চম্পক সম অঙ্গুলী যাহার—
বিবাহ-কৌতুকে বাঁধা হইছে স্মরণ,
কেনরে কোমল স্পর্শ করি অনুভব ?
এখন কেনরে সেই বাসর-ভবন—
শীতল আলোক-দামে সজ্জিত সুন্দর
মনে হয় ? কেনরে সে প্রথম আলাপ,
সরম মাথান মুখে ঘর্ম্ম-বিন্দু-মাঝে
প্রথম চুম্বন, কেন নয়নে নয়ন,
জাগিছে সকলি মনে ? কেন সুখনিশা
সেই সুখময়ী নিশা, "কুসুম-শয়ন"—
যে শয়নে, মনে ভাবি' বাহির বন্ধন
পরিণয় সূত্র যাবে শুকায়ে দুদিনে,
খুলেছিনু পরস্পরে হাসিতে হাসিতে,
খুলিয়া অন্তরে হায় ! বেঁধেছিনু সুখে
কোমল হৃদয় দুটী সূক্ষ্ম প্রেমডোরে,
সে সুখ শয়ন কেন জাগিছে অন্তরে,

বলে দাও প্রিয় সখি! বল একবার।
অহো বুঝিয়াছি কেন হয়েছি চঞ্চল,
বিষাদ-উৎক্ষিপ্ত মম পাগল হৃদয়
প্রকৃতি-বিহীন এবে, তেঁই নানা দিকে
দুলিছে মৃণাল যথা কমল-বিহীন
কম্পিত-হৃদয়-নালে এস একবার
প্রফুল্ল নলিনী হ'য়ে ছড়াও মাধুরী
তা হ'লে হবে না আর মৃণাল চঞ্চল;
বিষাদ-ঝটিকা সব পলাবে কোথায়।
আসিবার কথা ছিল এই রাখী-দিনে,
আসিলে না, বুঝিয়াছি আর না আসিবে
হয়েছি পাগল আমি, কতই লিখেছি
মনে ভাবি কমনীয় তোমার অন্তর
নিশ্চয় দুখীর দুখে হইব দুঃখিত;
কিন্তু বুঝি ভুলে গেছ মরতের কথা,
টুটায়েছ স্নেহ-পাশ জনমের মত।
আর কাঁদা'ওনা প্রিয়ে হয়ো'না নিদয়া,
ছলনা সাজেনা তব কোমল পরাণে,
কোমলতাময়ী তুমি সরল-হৃদয়া,
সরলতা মাথা তব অনিন্দ্য আনন

শিখাও সকলে এই সুধা মাতৃনাম;
পশিয়ে গহন বনে শিখাও পাখীরে
গাহিতে এ সুধা-বুলি, শিখাও লতারে
নাচিতে এ গান শুনি সমীর-হিল্লোলে;
সাগর-পুলিনে বসি অতি উচ্চ রবে
গাও এ মধুর গান, যেন ঊর্ম্মিমালা
সে মধুর গীতি শুনি নাচেরে লহরে।
হিম-গিরি পাদ হ'তে কুমারিকা' বধি
যেন এ সঙ্গীত স্রোত রহে চিরকাল
ভারত-সন্তান প্রাণ জাগায়ে সতত।
আর এক কথা শুন অভাগা সন্তান—
"ধর মম হৃদিরক্ত, সূত্রগুচ্ছ আনি
ভিজাও এ রক্তে তাহা, সেই রক্ত রাখী
পরস্পর দক্ষ-করে বাঁধ দৃঢ় করি;
—হিংসাভাব তেয়াগিয়ে হিন্দু মুসলমানে
বল ভাই ভাই সবে বাঁধি রক্তরাখী;
এ দৃঢ় বন্ধন যেন রহে চিরকাল
অক্ষুন্ন অটল ভাবে হৃদয়ে হৃদয়ে।
ভাবী বঙ্গসুত সবে হেরিবে বিস্ময়ে
কেমনে ভারত-অঙ্কে নব ইতিহাস

হইল রচনা বঙ্গ-হৃদি-রক্তে মাখা।
আর কি বলিব আমি, এই দিন যেন
প্রতি বর্ষে, নব বল করে আনয়ন,
এ দিনে তেয়াগে যেন ভারত-সন্তান
আহার বিহার ছত্র পাদুকা-ধারণ,
ভারত-রমণী যেন হইয়া মলিনা
বিলাস ভূষণ ত্যজি, এলায়ে কবরী
গায় মাতৃনাম সবে দিতে নব বল
ক্ষুব্ধ-চিত্ত বল-হীন বাঙ্গালী পরাণে।"
আজি সেই রাখী দিন তিরিশে আশ্বিন,
আজি হের চতুর্দ্দিক বিষাদ-জড়িত,
গৃহে গৃহে দ্বারে দ্বারে প্রাঙ্গণে বাহিরে
সকলের মুখে এক সুধা মাতৃনাম,
পণ্যশালা রুদ্ধদ্বার, বাজার সকল
নীরব নিথর যেন মধ্যাহ্ন গগন;
চতুর্দ্দিকে মাতৃনাম গাহিছে সকলে
শিশু বৃদ্ধ যুবা সবে হিন্দু মুসলমান
পরস্পরে বাঁধি শোক-রাখী-সূত্র-মালা।
কিন্তু রাখী দেখি প্রাণ কেনগো চঞ্চল?
কেন সে হরিদ্রামাখা সপ্ত-সূত্র-হার—

মিশিছে সহস্রধারে তিতিয়ে বয়ান।
দুখিনীর ক্ষীণকণ্ঠ হ'তে ক্ষীণস্বর
জড়ীভূত অশ্রুভারে হইছে উত্থিত :—
"হায়! রে অভাগা সুত নারিলি বাঁচাতে
দারুণ আঘাত হ'তে অভাগিনী মায়ে,
হায়! আমি অর্দ্ধ-দেহে রহিব কেমনে,
কেমনে সহিব এই দারুণ যন্ত্রণা!
বুঝেছি অচিরে হায়! মম ক্ষুদ্র প্রাণ
মিশিবে অনন্ত লোকে ছাড়িয়া ভারত,
বঙ্গ নাম চির তরে হইবে বিলীন।
কিন্তু কি করিবে বল, নিয়তির লেখা
কে করে খণ্ডন, শুন শেষ কথা মম—
যাওরে জাহ্নবী-তটে সবে দলে দলে,
করি পূতনীরে স্নান ত্যজরে সত্বর
মলিন বসন-সাজ পাপ-বিজড়িত ;
পররে কৌষিক বাস রক্তনামাবলী
বন্দে মাতরং নামে লেখা কলেবর;
মম হৃদিরক্ত আর তপ্ত অশ্রু ধারা
মিশায়ে কপাল সবে কররে রঞ্জিত;
রকত নিশান সবে ধরি স্কন্ধ দেশে,

কাঁপায়ে গগন তল, কাঁপায়ে বারিধি,
কাঁপায়ে হিমাদ্রি শির, কাঁপায়ে বসুধা
গাও সবে সমস্বরে সুধা-মাতৃনাম।
শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সবে স্মরি ইষ্টনাম
কররে সকলে এই শপথ-বচন—
যতদিন হিন্দু রক্ত বহিবে শিরায়,
যতদিন হিন্দু বীর্য্য রহিবে শরীরে,
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য উদিবে আকাশে,
যতদিন দিবা নিশা পর্য্যায়ে ফিরিবে,
অভ্র-ভেদী হিম-গিরি রবে যতকাল,
যতদিন ভাগীরথী বহিবে ধরায়,
তত কাল ততদিন ততক্ষণ ধরি
বিদেশী সামগ্রী রাশি দলিয়া চরণে
ছাই ভস্ম সম সবে দিবরে ফেলিয়ে।
স্বদেশী বসনে আর স্বদেশী অশনে
স্বদেশীয় শিল্পে সবে দিব মনোযোগ,
দিব বলিদান প্রাণ স্বদেশীর তরে।
যাও সবে দেশে দেশে নগরে নগরে
গ্রামে গ্রামে পল্লী মাঝে নিভৃত প্রদেশে-
যথায় মানব আছে বাঁধিয়া কুটীর,

সরল সুহাসি-ভরা ছিল চিরকাল;
বিধির সরস সৃষ্টি সরলতাময়ী
সরস-নলিনী সম ছিলে লো ভাসিয়া
মানস সরসে মম জীবন-উদ্যানে।
তবে কেন সরলতা পরিহরি এবে
বিস্মরি' সংসার পাশ প্রণয়বন্ধন
চলে গেছ স্বর্গলোকে ; হায়! ভবভাব
বিষভাবে এবে বুঝি লেগেছে তোমার!
নাহি কাজ আসি হেথা সহিতে যন্ত্রনা
ভাল থাকো চির সুখে অমর ভুবনে,
মন্দাকিনী-নীরে নিত্য করি পুণ্যস্নান,
নন্দন-কানন পুষ্প করিয়া চয়ন
পূজিও ভকতিভরে নিত্য নিত্যধনে।
চির-বাঞ্ছা ব্রহ্মপদে মহেশ-চরণে
করি এ প্রার্থনা সতি! আর যেন কভু
সুধায় গঠিত তব কোমল জীবন
সংসারের শোকতাপ অসহ্য জ্বালায়
আর নাহি জ্বলে; যেন সুবর্ণ হরিণী
স্বরগপ্রমোদ-বন অবহেলি পদে
মায়া-মরীচিকা-ভবেনাহি পড়ে কভু ;

সুবর্ণ-বরণী সুরবন-বিহঙ্গিনী
অমর-নিকুঞ্জ-বন তেয়াগি গরবে
বিষমাখা মরতের আপাত-সুন্দর
উজ্জল রকত ফল দূর হ'তে হেরি
নাহি যেন পশে দীপ্ত ভব-দাবানলে।
স্বরগ নিবাসি! ওহে অমর নিকর!
রাখিও যতনে মম চিরবাঞ্ছা-ধনে;
রাখিয়ে সবার পদে একমাত্র মম
জীবনপ্রতিম হায়! সারদ-প্রতিমা
তপ্ত-স্বর্ণ-সম-প্রভা, চিরানন্দ-ময়ী
শুন্য-ঘট-সম হায়! রহিনু কাঁদিতে
বিজয়া-দশমী-দিনে চণ্ডীর মণ্ডপে।
রাখিয়ে সবার পদে একমাত্র মম
নয়ন নীহার-সিক্ত মল্লিকা-কুসুম
রহিনু পুড়িতে ভবে শুন্য বৃন্তহ'য়ে।
কৃপাক'রে কৃপাময়! রেখো গো বালারে
আদর যতন করি চরণ-ছায়ায়,
আবার যেন গো সেই ফুল্লন-লিনীরে
পাই চির শোকতপ্ত হৃদয়-সরসে;
আবার যেন গো সেই প্রফুল্ল কুসুম

শুষ্ক-জীব-বৃন্তে-ফুটি' হাসে চিরকাল।
আর না লিখিব তোমা, জেনেছি নিশ্চয়
আর না আসিবে তুমি সে বরাঙ্গী হ'য়ে
রূপের তরঙ্গে মম ভাসাতে কুটীর ;
আর না আসিবে তুমি শান্তিরূপা হ'য়ে
সুশান্তি-বচনে মম তুষিতে শ্রবণ ;
আর না আসিবে তুমি প্রেমময়ী রূপে
স্বরগ-দুর্লভ-ধন প্রেমবারি-দানে
শীতলিতে মৃদুহাসি হাসিয়া অধরে
প্রণয়-পিপাসা-শুষ্ক হৃদয় আমার।
অনন্ত সাগরে হায়! এ জনম মত
জানি আমি ফেলিয়াছি সোনার প্রতিমা ;
পাপরাহু গ্রাসিয়াছে পূর্ণিমার শশী
চিরতরে, আর চাঁদ হবে না উদয়।
বিদায় হইনু এবে চিরকাল তরে
আর না লিখিব পত্র বিরক্ত করিতে ;
থাক চির সুখে প্রিয়ে! সুখ-শান্তি ধামে
সুশান্তি-অনিলে শান্ত কর কলেবর।
মাত্র শেষ অনুনয় তোমার সদনে
একবার যেয়ো সেই ধর্ম্মরাজ পাশে ;

বলিও তাঁহারে মোর কাতর প্রার্থনা
মৃত-কল্প তাপদগ্ধ এ শুষ্ক মৃণালে
অচিরে সরস যেন করেন কৃতান্ত
অমৃত-সিঞ্চন-সম তোমার মিলনে
অনাবিল প্রেম-ধামে অমর-ভুবনে।

সমাপ্ত।